দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শেষে ক্লাস-রুম দখলের দাঙ্গা!

অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে ২১ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে গেল এক তুলকালাম কাণ্ড। ক্লাস রুমের দখল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দল ছাত্রের মধ্যে হাতাহাতি, লাঠালাঠি, মারামারি গোলা-গুলির মত ঘটনা ঘটতে পারে—একথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। তার জের ধরে পুলিশের হস্তক্ষেপ, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট। ঘটনার পরিণতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্র আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ব্যাপক ভাঙচুর হয়েছে বিভাগে বিভাগে, শ্রেণী কক্ষ, শিক্ষকদের রুম, টিচার্স লাউঞ্জ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তিনদিনের জন্য ক্যাম্পাসে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছেন। এই ঘটনা তদন্তে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হানাহানির ঘটনা নতুন নয়। এই হানাহানিতে ইতিমধ্যে অনেক ছাত্রের প্রাণ গেছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে, নষ্ট হয়ে গেছে বহু সম্ভাবনাময় জীবন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব হানা-হানি ছিল রাজনৈতিক। কখনও তা ঘটে দলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দলের পরিণতিতে, কখনও ঘটে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে। রাজনৈতিক কারণে হানাহানি রক্ত-পাতের বিরুদ্ধে আমরা বারংবার লিখেছি।

কিন্তু গত রোববারের ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থনীতি ও ফিন্যান্স বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে একটি শ্রেণীকক্ষ বরাদ্দ নিয়ে বিভ্রান্তির ফলেই এই সংঘর্ষ হচ্ছে। অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রদের জন্য ওইদিন সকাল ৯টায় বরাদ্দকৃত শ্রেণীকক্ষে বসে পরীক্ষা দিতে চেয়েছিল ফিন্যান্স বিভাগের ছাত্ররা। সেখানে উভয় বিভাগের শিক্ষক-রাও উপস্থিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও উভয় বিভাগের ছাত্ররা ওই ক্লাসের দখল নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষ নিপা ভবন থেকে ছড়িয়ে পড়ে মূল কলাভবন পর্যন্ত। ক্লাস নেবার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ বরাদ্দ থাকবারই কথা। একই কক্ষে দু'টি ক্লাস এক সঙ্গে পড়ে না। সে অবস্থা নিয়ে এই সংঘর্ষ বাণিজ্য অনুষদ ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় মূল এলাকা, কলাভবন, নিপা ভবন পর্যন্ত সংঘর্ষ চলতে থাকে। যাই হোক, ও রকম একটি ঘটনা নিয়ে কীভাবে এত ব্যাপক সংঘর্ষের পরিস্থিতি উদ্ভব হল, তা সত্যি সত্যি খতিয়ে দেখা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তরুণ। তারা একই ছাদের নিচে পড়াশোনার করেন। প্রতিদিন পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়। তারপরও তাদের মধ্যে সংঘর্ষের এই অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। তারুণ্যের আবেগ-উত্তেজনা আমরা বুঝি। কিন্তু সেখানে তো শিক্ষকরাও ছিলেন। অভি-ভাবক এবং এদেশের সাধারণ মানুষ তো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্মানের চোখে, শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তাদের কাছ থেকে তো জনসাধারণ যৌক্তিক আচরণই আশা করেন। আগে থেকে বরাদ্দ না থাকলে সে রুমে ক্লাস নিতে বা পরীক্ষা নিতে গিয়ে তারা কি সঠিক কাজ করেছেন? রুমটি যদি ফাঁকা থাকত, তা হলে হয়ত এ ধরনের প্রশ্ন উথাপিত হত না। কখন কখনও যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বা পরীক্ষা নেবার জন্য স্থান সঙ্কট হয় না, তা-ও নয়। সে রকম অবস্থায় ফাঁকা রুম খুঁজে বের করা যেতে পারে, কিন্তু অন্য কোন ক্লাসের জন্য বরাদ্দকৃত রুম দখল করে সেখানে পরীক্ষা নেয়া বা ক্লাস নেবার চেষ্টায় যে কোন কাণে যদি শিক্ষকরাই জড়িয়ে পড়েন, এবং তার পরিণতিতে এমন তুলকালাম কাণ্ড ঘটে, তবে সে দুঃখ অনেক বড় হয়েই দেখা দেয়। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই রুমের দখল নিয়ে সংশ্লিষ্ট দু'জন সম্মানিত শিক্ষকের মধ্যে উত্তপ্ত বাক-বিনিময় হয়। ঘটনার সূত্রপাত সেখান থেকেই। একথা সত্য হলে আমরা বলতে চাই, দু'জন শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকই বা কেমন করে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে এমন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে গেলেন?

এ কথাও তো সত্য যে, তাঁদের এই কূট-তর্কে তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে বাধ্য। ছাত্র-ছাত্রীরাও তাদের শিক্ষকদের পিতা-মাতার মত সম্মানের ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। শিক্ষকদের সম্মানকে তারা নিজেদের মান-সম্মান হিসাবেই গণ্য করেন। তাদের কোন শিক্ষক কোন কারণে অপমানিত হলে, সে অপমানকে তারা নিজেদের অপমান বলেই জ্ঞান করেন। ওই কূট তর্ক থেকে কোন একদল ছাত্র মনে করেছেন, তাদের শিক্ষক অপমানিত হয়েছেন। তার পরিণতিতেই ওই ব্যাপক সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরাও যে কখনও আবেগ-তাড়িত হবেন না, সে কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাদের আবেগ বা রাগ যদি সংক্রমিত হয়, তরুণতম ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তা হলে বড় বিপদ হয়। সে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য জনসাধারণ, অভিভাবক তাদের আচরণে আরও স্থৈর্য আশা করেন। ধারণা করি সোমবারের ঘটনায় সেই বিষয়টির অভাব ঘটেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্কট আছে, সেখানকার জ্ঞানী ও শিক্ষকদের মধ্যেই যে পরিপূর্ণ ঐক্য রয়েছে সে কথাও বোধ করি বলা যায় না। তাঁদের মধ্যেও খুব স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মতভেদ আছে। কিন্তু সকল সম্মানিত শিক্ষকই নিশ্চয়ই চান, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত হোক; তারা সকলেই চান, শিক্ষাঙ্গন থেকে সকল সন্ত্রাসী তৎপরতার মূল উৎপাটিত হোক, সেশন-জট দূর হোক, এটাও তারা চান ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থেই। কিন্তু সকল মহলের সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন এই শিক্ষকদের কোন আচরণ যদি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যদি গোটা বিশ্ববিদ্যা-লয় এলাকা জুড়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে, তাহলে সমাজে উদ্বেগ সৃষ্টি হবার কারণ ঘটে বৈকি।

বর্তমান সরকার শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে দৃঢ় অভি-যান পরিচালনা করেছেন। এ ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে তার বিরোধীরাও নিশ্চয়ই প্রশ্ন তুলবেন না। সরকারের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের পর দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু রোববারের ঘটনার মত তুচ্ছ কারণেও যদি আবার সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তবে তা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাই হবে।

এ ব্যাপারে দায়িত্ব আছে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের প্রশাসন কর্তৃপক্ষেরও। আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষ এমন ব্যবস্থা নেবেন, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার আর পুনরা-বৃত্তি না ঘটে। আশার কথা, ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন।

শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলেরই নিতে হবে। এ ছাড়া গত রোব-বারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্কের যে অবনতি ঘটেছে, আমরা আশা করি, তারও একটা মীমাংসার উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

—রেজোয়ান সিদ্দিকী